গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

১। উপজেলা/থানাঃ	জীবননগর		
২। জেলাঃ	চুয়াডাঙ্গা		
৩। মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	৭১টি	৪। মোট ক্লাস্টার সংখ্যাঃ	৩টি
৫। মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যাঃ	১৮৬৪০	৬। মোট শিক্ষক সংখ্যাঃ	445
৭। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালুকরণের তারিখঃ		71	
৪। কোভিডকালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ		কোভিডকালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি	
9। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নামঃ		মোঃ জালাল উদ্দীন	
১0। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের ই-মেইলঃ		ueojibannagar@gmail.com	
১1। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মোবাইলঃ		01734641987	

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা/গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।

ক. বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
১.0	পুনরায় বিদ্যালয় কার্যক্রম চালুকরণ বিষয়ক পরিকল্পনা জমাদানকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ *(একটি জমাকৃত পরিকল্পনা সংযুক্ত করুণ)*	• ৭১টি
২.0	পুনরায় কার্যক্রম চালু করার পূর্বে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- পিপিই উপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• পিপিই উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে; • বিদ্যালয় প্রাঙ্গাণ ও শ্রেণিকক্ষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে; • শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে; • শিশুদের বসার বেন্চ, চেয়ার টেবিল আলমিরা টয়লেট ওয়াশব্লকব্লিচিং পাউডার/ স্যাভলন পানি দিয়ে জিবানু মুক্ত করা হয়েছে।
৩.০	হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের ব্যবস্থা আছে/করা হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	সপ্রাবি এর সংখ্ ৭১ টি
৪.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ	• রেজিস্টার তৈরি করা হয়েছে; • প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গের (স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষা অফিসার, মেডিকেল অফিসার ইত্যাদি)

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীত কার্যক্রম
	(যেমন- রেজিস্টার প্রস্তুতি, রেজিস্টারে স্বাস্থ্যকর্মী, কমিনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম্বার সংরক্ষণ, ইত্যাদি)	মোবাইল নম্বর বিদ্যালয় ও অভিভাবককে সরবরাহ করা হয়েছে; • স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ফরমেট প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে। • বিদ্যালয়ের শিক্ষক/ এস এম সি পিটিএ সকল ছাত্র অভিভাবক এর সংগে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা পূর্বক রেকর্ড সংরক্ষণ করা হযেছে ।
৫.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অবহিতকরণ ও প্রচারণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ, সভার সংখ্যা, সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম (গুগল মিট/জুম মিটিং/ কল/মেসেঞ্জার) ইত্যাদি)	• কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা আয়োজন করা হয়েছে; • সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ: শিক্ষক, অভিভাবক সহ বিভিন্ন অংশীজন; • সভার সংখ্যা: • সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম: ফেইসটুফেইস, গুগল মিট, জুম মিটি, কল/মেসেঞ্জার ইত্যাদি • ছাত্র অভিভাবককে সচেতন করতে ভার্চয়াল মা সমাবেশ . মোবাইল যোগাযোগ ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে ।
৬. ০	বিদ্যালয় কর্তৃক উপরোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিষয়ক তথ্যঃ (বিদ্যালয় প্রতি আনুমানিক কেমন অর্থ বরাদ্দ ছিলো/প্রয়োজন হয়েছে, অর্থের উৎস কী ছিলো ইত্যাদি)	• বরাদ্দকৃত অর্থ: • অর্থের উৎস: রাজস্ব ও পিইডিপি ৪, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর • প্রাগম ও প্রাশিঅ, ঢাকার নির্দেশনা মোতাবেক পিইডিপি- ৪ এর আওতায় স্লিপ তহবিল হতে করোনাকালীন বিদ্যালয় রিওপিনিং প্লান বাস্তবায়নে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হয় ।

খ. বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন তথ্য

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা (গাইডলাইন)	গৃহীত কার্যক্রম
০১	ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	71 সপ্রাবি এর সংখ্যা
০২	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা	05 সপ্রাবি এর সংখ্যা
০৩	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা	00 সপ্রাবি এর সংখ্যা
০৪	বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা, প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা দেখা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত	• শিক্ষকের তত্বাবধানে সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা রয়েছে; • প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা যাচাই করা হয়েছে; • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করা হয়েছে; • কেউ অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিক আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। • কারো মাস্ক না থাকলে সরবরাহ করা হয়েছে ।

ক্রমিক নং	**নির্দেশিকা (গাইডলাইন)**	**গৃহীত কার্যক্রম**
	পদক্ষেপ, কেউ অসুস্থ্য হলে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি)	
০৫	শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোন দিন কোন শ্রেণীর ক্লাশ হবে সেই পরিকল্পনা প্রনয়ন, একই দিনে দুইয়ের অধিক শ্রেণীর কার্যক্রম না রাখা, শিফট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	● শিফটভিত্তিক ব্লেন্ডেড শ্রেণি রুটিন বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে ● শিখন ঘাটতি পূরণে পাঠ পরিকল্পনা প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে ● স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে ● শ্রেণী রুটিন/ পাটপরিকল্পনা সকল ছাত্র অভিভাবকের সরবরাহ করা হয়েছে।
০৬	শ্রেণী কার্যক্রমের বাইরেও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমনঃ গুগল মিটে/হোয়াটস এপে/ফেসবুক লাইভে ক্লাশ পরিচালনা, সংসদ টিভির কার্যক্রম মনিটরিং হোম ভিজিট, ওয়ার্কশিট বিতরণ ইত্যাদি/	● গুগল মিটে/হোয়াটস এপে/ফেসবুক লাইভে অনলাইন ক্লাশ পরিচালনা করা হয়েছে; ● সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে ‘ঘরে বসে শিখি’ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে; ● হোম ভিজিট এবং ওয়ার্কশিট বিতরণের মাধ্যমে শিখন ঘাটতি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ● সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অভিভাবকদের বাড়ী গমন করে পাঠদানে উৎসাহিতকরা হয়েছে।
০৭	কোভিড পরবর্তী বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় যে সব সমস্যায় পড়েছে তার সারসংক্ষেপঃ	● বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ● উপস্থিতি নিশ্চিত করা তথা বিদ্যালয় ফিরিয়ে আনা ● সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণে অভিভাবকদের একধরণের ভীতি; ● স্বাস্থ্য বিধিকে অভ্যাসে পরিনত করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল; ● শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে মনোসামাজিক ভীতি; ● দীর্গদিন বিদ্যালয়ৈ না আসায় শিশুদের অভ্যাস পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।
০৮	যেভাবে বিদ্যালয়সমূহ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করেছে তার সার সংক্ষেপঃ	● অভিভাবকদের নিয়ে একাধিক সভা আয়োজন করা হয়েছে; ● স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পোস্টার, লিফলেট সরবরাহ করা হয়েছে; ● শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে; ● শ্রেণী ভিত্তিক মা সমাবেশ করে ● বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচার প্রচারণা চালিয়ে।

সার্বিক মন্তব্য: **কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণের বিষয়টি ছিল খুবই চ্যালন্চ। প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও বিভাগীয় কর্মকর্তাগণে র নির্দেশনা ও গাইডলাইন অনুস্রণ শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে সেই চেলেঞ্জ মোকাবেলা করতে আমরা সক্ষম হয়েছি এবং এ ধারা অব্যহত থাকবে।**

১৬/০/২০২২
মো: জালাল উদ্দীন
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
জীবননগর,চুয়াডাঙ্গা।